দেশে সঙ্গ প্রদানকারি পোষা প্রাণীর গুরুত্ব বাড়ছে

মানুষ বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন সামাজিক জীব। সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েই বসবাস করে আসছে। সমাজগঠণের প্রয়োজনে মানুষ যুগে যুগে পরিবার গঠণ করেছে। সভ্যতার শুরু দিকে মানুষ একান্নবর্তী পরিবার ভিত্তিতে বসবাস করা পছন্দ করেছে এবং সে ভাবেই মানুষ যুগে যুগে বাস করে এসেছে। তবে সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েছে, এর পাশাপাশি বেড়েছে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রসার। এরই ফলে মানুষের জীবনে এসেছে গতিময়তা বা ব্যস্থতা। ক্রমে মানুষ একান্নবর্তী পরিবার থেকে একক পরিবার ভিত্তিতে বাস করা শুরু করেছে।

জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রসারোতার কারণে মানুষ ক্রমে গ্রাম্য জীবন থেকে শিল্প বিপ্লবের কারণে এবং কর্ম এবং জীবিকার প্রয়োজনে গড়ে তুলেছে শহুরে সমাজ। দিনে দিনে যুগে যুগে মানুষের সামাজিক জীবন হয়ে গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শহর কেন্দ্রিক। মানুষের বসবাসেও এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। মানুষ ধীরে ধীরে শহর কেন্দ্রিক বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাটে বসবাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সামাজিকতার পরিবর্তে মানুষের জীবনে এসেছে এককেন্দ্রিকতা। মানুষের সমাজ ভাঙ্গতে ভাঙ্গাতে মানুষ এখন দিনে দিনে একন্দ্রিক হয়ে ফ্ল্যাটে বসবাস শুরু করেছে। পাশ্চাত্তের দেশ সমূহে (আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, ইত্যাদি) মানুষ তার কর্ম নিয়ে যথেষ্ট ব্যস্ত সময় ব্যয় করার ফলে তাদের সমাজে বর্তমানে মানুষে মানুষে যোগাযোগ অনেক কমে গেছে। বলা যায় এ সমস্ত কারণে তারা অনেকটায় একাকিওে ভোগে থাকেন। ফলে এ সমস্ত দেশে সঙ্গ প্রদানকারি পোষা প্রাণীর (বিড়াল, কুকুর, খোরগস এববং পোষা সৌখিন পাখির ইত্যাদি) গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। নিজের নিসঙ্গতা নিরসনের জন্য এ সব প্রাণীর সঙ্গ পেতে তাঁরা এক ধরনের সুখানূভুতি পেয়ে থাকেন। ইদানিংকালে প্রাচ্যের দেশগুলোতেও মানুষ এ ধরনের জীবন ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। যেমন জাপান, চিন, ফিলিপাইন ও অস্ট্রেলিয়ায় ইদানিং পোষা প্রাণীর আধিক্য দেখা যাচ্ছে।

অধুনা এ উপমাদেশর দেশগুলোতেও (ভারত, শীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটান) শিল্প কারণে এ ধরনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সংঙ্গ প্রদানকারি প্রাণী রাখা বা পোষার একটি মনস্তাত্তিক দিক রয়েছে। পোষা প্রাণীর মালিককে সঙ্গপ্রদানের উদ্দেশ্যে পালন করারও একটি মানবিক অবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর সেটি হচ্ছে পোষা উক্ত প্রাণীর প্রতি নিরঙ্কুষ প্রকৃত ভালবাসা বা মমত্ববোধ। এ উপমহাদেশের পোষা প্রাণী পালনকারিদের মধ্যে এ মমত্ববোধ বা ভালোবাসা শতকরা ৩ ভাগেরও কম সংখ্যক পালনকারির মধ্যে দেখা যায়। এ ছাড়াও এ প্রাণীগুলোর ব্যবস্থাপনা সহায়ক অবস্থা বিরাজমান রাখতে যে সমস্ত উপকরণ যেমন এদের খাদ্য, এদের বাসস্থান, এদের পরিচর্যা এদের মনস্তাত্বিক অবস্থা, এদের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ, এদের জন্য সহায়ক ঔষধ বা টিকার প্রাপ্যতা অথবা এদের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এদেশের প্রাণী চিকিৎসকগণের সেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে তৈরি করা হয় না। কারণ এদের পাঠ্যক্রমে পাখি পালন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা শেখার মত যথেষ্ট কোন ব্যবস্থা আছে কি না তা অনেকের কাছেই অজানা। বস্তুত: সঙ্গ প্রদানকারি প্রাণী অথবা পাখির দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা বা চিকিৎসা বিষয়ক কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক আছে কি না তা আমাদের অজানা।

যা হোক, যেহেতু এ ধরনের সৌখিন কুকুর/বিড়াল অথবা পাখি পোষার ইদ্যানিং দেশে এ সমস্ত প্রাণী পালনকারিগণের মধ্যে যে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তাতে আগামী দিনে এ সমস্ত সৌখিন প্রাণীর বিশেষায়িত প্রাণিচিকিৎসক দেশের জন্য অপরিহার্য চাহিদা হিসেবে দেখাদিবে। এ ব্যাপারে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি ফ্যাকাল্টি সমূহকে ভেটেরিনারি শিক্ষার পাঠ্যক্রম, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের মাধ্যমে যুগোপযুগীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা এখনি প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। সুতরাং এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

'এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের জন্য রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। 'খামারে' প্রকাশিত লেখার সূত্র স্বীকার করে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়। সেক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত লেখাটি সম্পাদকের অবগতির জন্য প্রেরণের অনুরোধ রইল। মাছ্য, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও প্রায়োগিক কৌশলসম্পন্ন উৎপাদনমুখী লেখা সাদরে গৃহীত হবে। প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে।